তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৫

**জনপ্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালালে ডেংগুর প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস সম্ভব**

**--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ শ্রাবণ (৩ জুলাই):

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা অপরিসীম। করোনা কালীন সময়ে করোনাকে যে রকম সবাই গুরুত্ব দিয়েছিল এবং ঐক্যবদ্ধভাবে করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল তাতে করোনার যুদ্ধে আমরা সফল হয়েছিলাম। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে ডেঙ্গুর মতো রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধেও আমাদেরকে সেরকম সতর্ক ও সচেতন হতে হবে।

তিনি আজ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে ডেংগু প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা সম্পর্কিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মলয় চৌধুরী, সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম।

মতবিনিময় সভার পূর্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নগরবাসীদের সচেতন করার লক্ষ্যে এক র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী এ সময় সমসাময়িক বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন, বর্তমানে ১২৯ টি দেশে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সারা পৃথিবীতেই এই ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। তবে আসার কথা হল ডেঙ্গু রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা সম্ভব। সেজন্য প্রধান কাজ হচ্ছে এডিস মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করা। মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, এক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ এলাকার জনগণকে সাথে নিয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে পারেন।

এ সময় তিনি এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে বা লার্ভা জন্মানোর মতন উপযুক্ত পরিবেশ আছে এ রকম বাসা বাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিস আদালতকে বড় অংকের জরিমানার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মন্ত্রী বলেন, নানাভাবে সতর্ক করার পরও মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলার মত অসচেতনতাকে ক্ষমা করার সুযোগ নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে মতামত উল্লেখ করে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস না করে ডেঙ্গুর সংক্রমণ হ্রাস করার সহজ কোনো উপায় নেই, কারণ মশা এমন একটি প্রাণী যা যে কাউকেই কামড়াতে পারে। এ সময় তিনি ডেঙ্গু মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংসে বিটিআই প্যাকেটের মোড়ক উন্মোচন করেন এবং তা সাংবাদিকদেরকে দেখান।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে সচেতনতার কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে ডেংগু সচেতনতা তৈরিতে কাউন্সিলররা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডে মসজিদের ইমাম ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের ডেংগু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংযুক্ত করা হয়েছে বলেও জানান মেয়র।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সেলিম রেজা। এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা একেএম শফিকুর রহমান ঢাকা উত্তরে ডেংগু প্রতিরোধে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের উপর সচিত্র পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। বিশিষ্ট কীটতত্ত্ববিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার।

#

হেমায়েত/আরমান/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৩৪

**সুষ্ঠু, অবাধ ও ভায়োলেন্স ফ্রি নির্বাচন করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ**

**-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ শ্রাবণ (৩ আগস্ট):

সুষ্ঠু, অবাধ এবং ভায়োলেন্স ফ্রি নির্বাচন করার ব্যাপারে জনগণের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বলে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক-কে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

আজ সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

সাক্ষাতকালে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, হাইকমিশনের গভর্নেন্স উপদেষ্টা মোঃ রফিকুজ্জামান, ২য় সেক্রেটারি (রাজনৈতিক) ভেনেসা বিউমন্ট উপস্থিত ছিলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, সারাহ কুক বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর এটাই হচ্ছে আমার সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি যখন বাংলাদেশে ডিএফআইডির প্রধান ছিলেন তখন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

আনিসুল হক বলেন, সারাহ কুক বাংলাদেশে ফিরে আসতে পেরে অত্যন্ত খুশি। বাংলাদেশের উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। হাইকমিশনার আশ্বস্ত করেছেন যে, তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

বাংলাদেশের আইনি অবকাঠামোর অনেক কিছুই ব্রিটিশ আইনের উপর নির্ভরশীল। এখন আইনের ক্ষেত্রে অনেক রকম উন্নয়ন হয়েছে এবং এটা কিভাবে আরো উন্নত করা যায়, সে ব্যাপারে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করেছি। আলোচনায় বাংলাদেশের জুডিশিয়াল অফিসার ও আইনজীবীদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে ।

তারেক রহমানের সাজা নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছে কি-না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, তারেক রহমানের সাজার বিষয়ে হাইকমিশনারের সঙ্গে কোনো আলাপ হয়নি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রী বলেছেন, তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সরকার- এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, আমি তথ্যমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করে নিই, এরপর আপনাদের কাছে ফিরে আসব।

নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি-না, এ প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন নিয়ে আমার সাথে সেইভাবে কথা হয়নি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আমাকে শুধু এ কথাই বলেছেন, তিনি খুব ইন্টারেস্টিং সময়ে বাংলাদেশে এসেছেন। আমি বলেছি, হ্যাঁ। এখন কম-বেশি আমাদের মনোযোগ হচ্ছে নির্বাচন এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার একটি সুষ্ঠু, অবাধ এবং ভায়োলেন্স ফ্রি নির্বাচন করার ব্যাপারে জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

#

রেজাউল/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৩৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৯ শ্রাবণ (৩ জুলাই):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৮০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৬৩৭ জন।

#

সুলতানা/এনায়েত/আব্বাস/২০২৩/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩২

**প্রাথমিক শিক্ষকদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান**

**সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান শুরু**

ঢাকা, ১৯ শ্রাবণ (৩ জুলাই):

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির জটিলতা কেটে গেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আজ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর ও রায়পুর উপজেলার ২০১ জন সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে (গ্রেড-১১, বেতনক্রম-১২৫০০-৩০২৩০ টাকা) পদোন্নতির অফিস আদেশ জারি করে। এর মাধ্যমে সহকারী শিক্ষকদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণকে আগামী ০৮.০৮. ২০২৩ তারিখ পূর্বাহ্নে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, লক্ষ্মীপুর এর নিকট যোগদান করতে হবে। উল্লিখিত তারিখে কেউ যোগদানে ব্যর্থ হলে তিনি পদোন্নতি যোগ্য নন বলে গণ্য হবেন এবং তার পদোন্নতির আদেশ বাতিল হবে।

যোগদান পরবর্তী ২ (দুই) কার্য দিবসের মধ্যে যোগদানকৃত শিক্ষকদের পদায়ন করা হবে। এ ক্ষেত্রে চলতি দায়িত্ব/ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োজিত পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে কর্মরত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদেই পদায়ন করতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি’র নির্দেশনায় মন্ত্রণালেয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচাল শাহ রেজওয়ান হায়াতের উদ্যোগে পদোন্নতি-সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন হয়। মামলা ছাড়াও সারা দেশের সহকারী শিক্ষকদের গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্ত করা নিয়ে বড় ধরনের জটিলতা ছিল। কারণ, বিষয়টি ছিল জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এ সমস্যা উত্তরণে ‘সমন্বিত গ্রেডেশন ব্যবস্থাপনা’ নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। এরপরই ডিজিটাল পদ্ধতিতে চূড়ান্ত হয় গ্রেডেশন লিস্ট।

#

তুহিন/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩১

**তারেক-জোবায়দার বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করা মামলার স্বাভাবিক রায় হয়েছে**

**--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ শ্রাবণ (৩ জুলাই):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়ের করা মামলায় অবৈধ সম্পদ অর্জনের দায়ে তারেক রহমান এবং তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের বিচারের রায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের সরকার এই মামলা দায়ের করে নাই। বিএনপির পছন্দের তত্ত্বাবধায়ক সরকারই এই মামলা করেছিলো। আমাদের সরকার যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ হতো তাহলে আমরা মামলা করতাম, আর রায়ের জন্যও ১৪ বছর অপেক্ষা করতে হতো না, অনেক আগেই রায় হতো।’

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘রায়ের সাথে সাথে বিএনপি একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে। আজকে এবং আগামীকালও তাদের কর্মসূচি আছে। কিন্তু আমাদের সরকারের আমলে এই মামলা হয়নি। এই মামলা হয়েছে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন ইয়াজউদ্দিন সাহেবকে বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিলেন। আর বিশ্বব্যাংকে কর্মরত ফখরুদ্দীন সাহেবকে ধরে এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা আর সেই সরকার সেনাসমর্থিত সরকারের সেনাবাহিনীর প্রধান বানানো হয়েছিলো ৭ জনকে ডিঙ্গিয়ে। তাদের পছন্দের মানুষরাই যখন ক্ষমতায়, তখন এই মামলা দায়ের হয়েছিলো, সেই মামলায় তাদের শাস্তি হয়েছে।’

রায় নিয়ে বিএনপির বিরূপ মন্তব্যের জবাবে মন্ত্রী আরো বলেন, ‘আইন-আদালত কোনো কিছুর ওপরই তো বিএনপির কোনো আস্থা নেই, কোনো কিছুকে তারা তোয়াক্কা করে না, শুধু ক্ষণে ক্ষণে বিদেশিদের কাছে যায়। আমরা বিদেশিদের কাছে যাই না, বিদেশিরা প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসে।’ তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে আমাদের আলোচনা চলছে।’

গতকাল বুধবার রংপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা প্রসঙ্গে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনার জনসভা প্রকৃত অর্থে স্মরণকালের বিশাল জনসমুদ্রের রূপ নিয়েছিলো। এতেই প্রমাণিত হয় দেশের মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কতটুকু ভালোবাসে, এতেই প্রমাণিত হয় জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের ওপর দেশের মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, সমর্থন আছে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা রংপুর শহরে জেলা স্কুল মাঠে জনসভার ডাক দিয়েছিলাম কিন্তু কার্যত পুরো রংপুর শহরই জনসভাস্থলে রূপান্তরিত হয়। হুইল চেয়ারে বসে ৯৬ বছর বয়সী ভাষা সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ মহিলাসহ লাখ লাখ মানুষ সেখানে যোগদান করেছে। মাঠের বাইরে চার থেকে পাঁচ কিলোমিটারব্যাপী জনসভাস্থলের চেয়ে অন্তত ১০ গুণ বেশি মানুষ ছিলো। জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য মানুষের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আমরা দেখতে পেয়েছি, তাতে আমরা অভিভূত হয়েছি।’

#

আকরাম/পরীক্ষিৎ/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩০

**জাতির পিতার সমাধিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সুপ্রদীপ চাকমার শ্রদ্ধা নিবেদন**

গোপালগঞ্জ (টুঙ্গিপাড়া), ১৯ শ্রাবণ (৩ জুলাই):

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সুপ্রদীপ চাকমা আজ রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দোয়া প্রার্থনায় যোগ দেন।

এ সময় টুঙ্গিপাড়ায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ তথা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পার্বত্য তিন জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কাজ অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন,  বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটি সফর করেন। এই এলাকাটা দুর্গম এবং পশ্চাদপদ ছিল। আমরা কখনো চাইনা পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো দাঙ্গা সংঘাত বিরাজমান থাকুক। আমরা উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগে হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্গম পার্বত্য  এলাকার উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই লক্ষ্যে পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এজন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।

এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহধর্মিনী নন্দিতা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুল আলম চৌধুরীসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/মাহমুদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪৫৫ ঘণ্টা